সংবাদ

তারিখ 19 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

কোচিং সেন্টারের ভ্যাট

বাড়তি ফি গুনতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

চলতি অর্থবছরের বাজেটে কোচিং সেন্টারের ওপর মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট ধার্য করার ফলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বাড়তি ফি নিচ্ছেন কোচিং সেন্টার মালিকরা। ফলে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফি'র বাইরেও অতিরিক্ত টাকা দিয়ে কোচিংয়ে ভর্তি হতে হচ্ছে। তাই কোচিং সেন্টারের ওপর কর ধার্য করলেও তার ভার বহন করতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেলসহ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির উদ্দেশ্যে কোচিং করতে আসা শিক্ষার্থীদের।

গতকাল বুধবার নগরীর কয়েকটি

হচ্ছে : পৃঃ ২ কঃ ৬

হচ্ছে : গুনতে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ ভর্তি কোচিং সেন্টার সরজমিন ঘুরে ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চলতি অর্থবছরের বাজেটে কোচিং সেন্টারের ওপর ৪ দশমিক ৫ ভাগ হারে ভ্যাট বসানো হয়েছে। ভ্যাটের এই বাড়তি টাকা নেয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। ফলে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফি'র সঙ্গে বাড়তি ৩শ' থেকে ৩১৫ টাকা করে দিতে হচ্ছে। ভ্যাটের বিষয়টি না জানার কারণে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন মফস্বল ও জেলা থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। গতকাল ইউসিসি কোচিং সেন্টারে টাঙ্গাইল সরকারি কলেজের ছাত্র তমাল ও মাহমুদ এবং মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সবুজ ও শাকিলের সঙ্গে কথা হলে তারা বলেন, ভ্যাটের জন্য অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে এটি আমাদের জানা ছিল না। তাই বাড়তি টাকা আনতে ফের বাসায় যেতে হয়েছে।

ইউনিভার্সিটি কোচিং সেন্টার (ইউসিসি) সূত্রে জানা গেছে, প্রতি ইউনিটে ভর্তি ফি ৭ হাজার টাকা থাকলেও শিক্ষার্থীদের থেকে ৭ হাজার ৩শ' টাকা নেয়া হচ্ছে। ভ্যাটের কারণে তাদের ৩শ' টাকা বেশি দিতে হচ্ছে। ঢাকা কোচিং সেন্টারেও ভর্তি ফি'র সঙ্গে বাড়তি ৩১৫ টাকা নেয়া হচ্ছে। ওডেসা মেডিকেল ভর্তি কোচিং সেন্টারে ভর্তি ফি ৯ হাজার টাকার সঙ্গে বাড়তি ৩শ' টাকা নেয়া হচ্ছে। অন্য কোচিং সেন্টারগুলোতেও শিক্ষার্থীদের থেকে একই হারে বাড়তি ফি নেয়া হচ্ছে বলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে।

বাড়তি ফি নেয়ার ব্যাপারে ইউসিসি কোচিং সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. এমএ সলিম পাটওয়ারী'র সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আসলে ভ্যাটের টাকা সব সময় ভোক্তারা দিয়ে থাকেন। তাই এক্ষেত্রেও ভ্যাটের টাকা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেই নেয়া হচ্ছে।